গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায়

‘সুজন’-এর পথচলা

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

২/২ (লেভেল-৪) ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

www.shujan.org ও www.votebd.org

facebook.com/shujan.bd

প্রারম্ভিক কথা

'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' সচেতন নাগরিকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি নাগরিক সংগঠন। দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নাগরিক সংগঠনটি জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০০২ সালের ১২ নভেম্বরে আয়োজিত একটিসংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে 'সিটিজেন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন্স (সিএফই)' নামে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা যাতে নির্বাচিত হতে পারেন, সে লক্ষ্যে কাজ করলেও, পরবর্তীতে দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয় এবং লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ২০০৩ সালের ২১ ডিসেম্বর সংগঠনটির নামকরণ করা হয় 'সুশাসনের জন্য নাগরিক', সংক্ষেপে 'সুজন'।

চিত্র: সুজন-এর আত্মপ্রকাশ

চিত্র: 'সিটিজেন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন্স' নামে আত্মপ্রকাশের পূর্বে প্রস্তুতি সভা

গণতন্ত্র প্রশ্নে সুজন-এর প্রত্যাশা, দেশে প্রকৃত অর্থেই জনগণের সম্মতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সকল স্তরে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি চালু হোক। সংবিধান অনুযায়ী **'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'–** এটা রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের বোধে আসুক। পাশাপাশি জনগণেরও বোধে আসুক যে, তারাই রাষ্ট্রের মালিক। রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার যেমন তারা ভোগ করবেন, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যও পালন করবেন। পাশাপাশি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রশাসনের সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

উন্নয়ন প্রশ্নে সুজন মনে করে, 'টপ-ডাউন'অ্যাপ্রোচে নয়, স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন 'বটম-আপ'অ্যাপ্রোচ। অর্থাৎ, ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া নয়; যাদের জন্য উন্নয়ন তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করবে, সমস্যা সমাধানের অগ্রাধিকার নির্ণয় করবে এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকবে। রাষ্ট্রের সকল স্তরে এই কাজটি সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রকে বিকেন্দ্রীকরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও সম্পদে শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও সম্পদ হস্তান্তর করতে হবে। স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই ধরনের একটি অবস্থা সৃষ্টির জন্য সুজন একদিকে যেমন নীতি-নির্ধারকদের সাথে অ্যাডভোকেসি করছে, অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়িত করার চেষ্টা করছে।

সুশাসন প্রশ্নে সুজন মনে করে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও তাদের ওপরেই বর্তায়।

এজন্য প্রয়োজন সুস্থ, স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল, আদর্শভিত্তিক ও জনকল্যাণমুখী রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং রাজনীতিকে কালো টাকা ও পেশিশক্তির অধিকারী তথা দুর্বৃত্তদের কবল থেকে রক্ষা করা। সর্বোপরি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৎ, যোগ্য ও আদর্শবাদী রাজনীতিকদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। একইসাথে তাঁদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। দীর্ঘদিন থেকে রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুজন এই ধরনের একটি পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

প্রারম্ভিক কার্যক্রম: ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদেরকে তথ্য প্রদান করে ক্ষমতায়িত করা-সহ সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত হয়ে আসার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। এই নির্বাচনে ভোটারদের ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ছিল– ভোটার ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্যফরম তৈরি এবং ৫৫টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থীগণ থেকে তথ্য নেয়া; প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে তা ভোটারদের মাঝে বিতরণ করা এবং প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে ভোটারদের মুখোমুখি করা ইত্যাদি। জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে জনস্বার্থকে বিবেচনায় রেখে 'সিএফই' কর্তৃক প্রণীত অঙ্গীকারনামায় প্রার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণ ও নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার জন্য প্রার্থীদের প্রকাশ্য অঙ্গীকার করানো এবং সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদেরভোট প্রদানের জন্য ভোটারদের শপথ করানো হয়। এছাড়াও সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের ভোট প্রদানের আহ্বানে বিভিন্নমুখী প্রচারণা চালানো হয়। নির্বাচনের পর বেশকিছু জেলায় জেলাভিত্তিক সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: চেয়ারম্যান প্রার্থীগণকে নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান

চিত্র: নব-নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে জনপ্রতিনিধি সমাবেশ

নির্বাচনের পর পাঁচটি ইউনিয়নে (বল্লমঝাড়-গাইবান্ধা, উত্তরদা-কুমিল্লা, কৃষ্ণনগর-সাতক্ষীরা এবং কাবিলপুর ও চতরা-রংপুর) এই মর্মে একটি জরিপ করা হয় যে, ভোটাররা আগে যাদের ভোট দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, প্রার্থীদের তথ্য প্রাপ্তি-সহ সিএফই'র কার্যক্রম পরিচালনার পর তাদের ভোটদানের সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে কি না? এই জরিপে দেখা গেছে যে, ইউনিয়নভেদে শতকরা ৮ শতাংশ থেকে ৪৬ শতাংশ পর্যন্ত ভোটার তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন এবং এই পরিবর্তন ছিল নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক।

সার্বিক কার্যক্রম: সূচনালগ্নে নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, 'সুজন' নাম ধারণের পর থেকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটি বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সুজন কর্তৃক অদ্যাবধি যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১.রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন: সুজন পরিচালিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক তথা নির্বাচনী সংস্কার অন্যতম। ২০০৪ সাল থেকে এই আন্দোলন শুরু করা হয়। সুজন মনে করে, দেশে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব সরকারের। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন রাজনীতিবিদরা। কেননা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা এ দায়িত্ব পান।

চিত্র: নির্বাচনী সংস্কার বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

চিত্র: নির্বাচনী সংস্কার বিষয়ক কর্মশালা

তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যদি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, কেবলমাত্র তখনই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এজন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে সুস্থ ধারার আদর্শভিত্তিক রাজনীতি, আরেকদিকে প্রয়োজন স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়া। বিরাজমান বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে এই দুটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সুজন শুরু করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক তথা নির্বাচনী সংস্কার আন্দোলন। প্রাথমিক কিছু আলোচনা ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৫ নভেম্বর ২০০৪-এ 'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার'-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একটি গোলটেবিল বৈঠকের মধ্য দিয়ে জোরালোভাবে সূত্রপাত ঘটে এই আন্দোলনের। কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরে বাংলাদেশে এই প্রথম কোনো নাগরিক সংগঠনের উদ্যোগে এই ধরনের আন্দোলনের সূচনা হয়।

এই গোলটেবিল বৈঠকের পর রাজনীতিবিদ-সহ দেশেরবিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার পর ২০০৫ সালের ১০ এপ্রিল একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতির সামনে রাজনৈতিক সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এই সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৪২টি গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে সারাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং ২০০৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সুজন-এর জাতীয় কনভেনশনে তা চূড়ান্ত করা হয়।

সংস্কার প্রস্তাবের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি ও সরকার কর্তৃক তা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-সহ সরকারের নীতি-নির্ধারক ও নির্বাচন কমিশনের কাছে সংস্কার প্রস্তাব পেশ, গোলটেবিল বৈঠক, মতবিনিময় সভা, মানববন্ধন, রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা, নির্বাচনী অলিম্পিয়াড, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে বৈঠক ইত্যাদি বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: ■ ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ■ নির্বাচন কমিশনকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিযুক্ত করে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ ■ নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ ■ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বিধান দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিলুপ্তকরণ ■ রাজনৈতিক দলসমূহের কাঠামোর গণতন্ত্রায়ন ও বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ■ রাজনৈতিক দলসমূহের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ■ তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রার্থী মনোনয়ন ■ ঋণখেলাপিদের পাশাপাশি

করখেলাপি, বিলখেলাপি ও আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণার বিধান প্রবর্তন ■ নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ ■ নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে প্রার্থীদের ব্যয় মনিটরিং ও প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্য যাচাইপূর্বক অসত্য তথ্য প্রদানকারী ও আচরণবিধি ভঙ্গকারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনে প্রার্থিতা বাতিলকরণ ■ নির্বাচনকে টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্তকরণ ■ 'না' ভোটের বিধান প্রবর্তন ■ নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদি।

সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন, নীতি-নির্ধারকদের কাছে দাখিল এবং এর সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেই সুজন এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ইতি টানেনি। সুজন-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য (বর্তমানে সহ-সভাপতি) বিচারপতি কাজী এবাদুল হকের নেতৃত্বে নির্বাচনী আইনসংশ্লিষ্ট সংস্কার প্রস্তাবসমূহকে'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ'-এ সন্নিবেশনপূর্বক ২০০৭ সালে বাংলায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-এর খসড়া প্রণয়ন করে তা নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, সম্পূর্ণরূপে না হলেও সুজন-এর অধিকাংশ সংস্কার প্রস্তাবই নির্বাচন কমিশনের 'সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ'-এ সন্নিবেশিত হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে নবম জাতীয় সংসদের অধিবেশনে 'সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ' অনুমোদনের সময় কিছু বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে, যেমন,'না ভোট'-এর বিধান। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১০ এপ্রিল ২০০৫-এ সুজন-এর সংস্কার প্রস্তাবে যে সকল বিষয় উত্থাপিত হয় ছবিযুক্ত ভোটার তালিকাসহ তাঁর অনেকগুলো একই বছরের জুলাইয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট কর্তৃক ঘোষিত ন্যূনতম কর্মসূচিতে সন্নিবেশিত হয়েছিল।

২. সৎ, যোগ্য, আদর্শবান ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে কার্যক্রম: 'সুজন' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনেরলক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রথম থেকেই সুজন-এর প্রচেষ্টা ছিল নতুন ধরনের কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন আনা। এলক্ষ্যে নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা; নাগরিক সংলাপ; মনোনয়নপত্রের সাথে প্রার্থী প্রদত্ত তথ্য একত্রিকরণ ও তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে ভোটারদের মাঝে বিতরণ; প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' করা; অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন, সৎ-যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানে পোস্টারিং ও লিফলেটিং; সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে মানববন্ধন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে সকল ধরনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সুজন সাধ্যানুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে। উল্লেখ্য জনস্বার্থে দায়েরকৃত একটি মামলার রায়ে ২০০৫ সালের ২৪ মে প্রার্থীদের আটটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যহলফনামা আকারে মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হলেপরবর্তী অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনেই (ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত) প্রার্থীদের তথ্য ভোটারদের কাছে তুলে ধরার কাজটি সুজন-এর পক্ষ থেকে গুরুত্ব সহকারে করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। উচ্চ আদালতের রায়ের পূর্বে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এবং ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে সুজন কর্তৃক প্রণীত তথ্য ফরমে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যচিত্র তৈরি করা হয় এবং ভোটারদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন নির্বাচনে সুজন যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২.১ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ২০০৫-এ অনুষ্ঠিত সুনামগঞ্জ-৩, ফরিদপুর-১, দিনাজপুর-১ আসনের উপ-নির্বাচনে কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে সুজন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম শুরু করে। সুনামগঞ্জ-৩ আসনে প্রথমবারের মত প্রার্থীদের তথ্য ভোটারদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ফরিদপুর-১ ও দিনাজপুর-১-এ তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

পরবর্তীতে ২০০৬-এ অনুষ্ঠিত মানিকগঞ্জ-৪ ও গাইবান্ধা-৪ আসনের উপ-নির্বাচনেও অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০০৮-এ অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি নির্বাচনী এলাকাতেই সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনে পোস্টারিং; সকল প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য একত্রীকরণ করে তথ্যচিত্র তৈরি ও তা ভোটারদের মাঝে বিতরণ এবং ৮৭টি আসনে প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও নবম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন উপ-নির্বাচনে (কুড়িগ্রাম-২, রংপুর-৩, রংপুর-৬, বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, কিশোরগঞ্জ-৬, সুনামগঞ্জ-৪, ভোলা-৩, হবিগঞ্জ-১, ব্রহ্মণবাড়িয়া-৩,

গাজীপুর-৪ ও টাঙ্গাইল-৩) সুজন কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চিত্র: ২০০৫ সালে জাতীয় সংসদের একটি উপ-নির্বাচনে জনতার মুখোমুখি অনুষ্ঠান

চিত্র: দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলন

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিপূর্ণ না হওয়ায় ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। তবে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, দুই নির্বাচনকালে তাঁদের আয় ও সম্পদের পার্থক্য তুলে ধরা; নির্বাচনে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা; সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা এবং নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্যের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরার জন্য আমরা ৪টি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম।

উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত নির্বাচিত করার আহ্বানকে সামনে রেখে সুজন-এর উদ্যোগে ছয়টি গান রচনা, সুরারোপ ও রেকর্ডিং করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। পাশাপাশি 'ভোট দিচ্ছি, কাকে দিচ্ছি' শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেও সারাদেশে প্রদর্শিত হয়।

২.২ সিটি করপোরেশন নির্বাচন: ২০০৫ সালের ৯ মে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন দিয়েই শুরু হয় সুজন-এর সিটি করপোরেশন নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের ৪ আগস্ট ও ২০১৩ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত রাজশাহী, খুলনা,

বরিশাল ও সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচন; ২০১০-এর ১৭ জুন ও ২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন; ২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর ও ২০১৬ সালের ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন; ২০১২ সালের ৫ জানুয়ারি ও ২০১৭ সালের ৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচন; ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন; ২০১৩ সালের ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং ২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সংগঠনটির পক্ষ থেকে। **২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচন দলভিত্তিকভাবে ও দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত চার সিটি করপোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত নাগরিক সংলাপ ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে 'প্রথম আলো', 'ডেইলি স্টার' ও 'চ্যানেল আই' সুজন-এর উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।**

চিত্র: বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে নাগরিক সংলাপ (২০০৮)

চিত্র: নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (২০১৬)

২.৩ পৌরসভা নির্বাচন: ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে সুজন প্রথম পৌরসভাভিত্তিক নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করে। এই নির্বাচনে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনে পোস্টারিং, সুজন-এর উদ্যোগে প্রণীত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ১৯টি পৌরসভার তথ্য সংগ্রহ ও ভোটারদের মাঝে তা বিতরণ এবং চেয়ারম্যান প্রার্থীদের নিয়ে ২৬টি পৌরসভায় জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান আয়োজন ইত্যাদি। এই নির্বাচনে পূর্বে পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত জনসেবার মান যাচাইয়ের জন্য সুজন-এর উদ্যোগে আটটি (গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, ফরিদপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও সুনামগঞ্জ) পৌরসভায় জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়। মোট ১৬টি সেবা সম্পর্কে জনসন্তুষ্টির মাত্রা যাচাইয়ে দেখা যায় যে ১২টির ক্ষেত্রেই দুই

চিত্র: পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (২০০৪)

চিত্র: ২০১৫ সালে পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন

তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যক পৌরবাসী অসন্তুষ্ট। সবচেয়ে বেশি (৬৪.৩%) অসন্তুষ্টি ড্রেনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা নিয়ে। সবচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল

সনদপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি। এক্ষেত্রে অসন্তুষ্টির মাত্রা ১৫.৩ শতাংশ। শুধুমাত্র নির্বাচনের পূর্বেই নয়, নির্বাচনের পরেও চারটি (লালমনিরহাট, টাঙ্গাইল, নওয়াপাড়া ও পাথরঘাটা) পৌরসভায় একটি জরিপ করা হয়। এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল, 'ভোটাররা আগে যাদের ভোট দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন,প্রার্থীদের তথ্য প্রাপ্তি-সহ নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার পর তাদের ভোটদানের সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে কি না' তা দেখা। জরিপে দেখা গিয়েছে যে, গড়ে ৩৫ শতাংশ ভোটার তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন এবং এই পরিবর্তন ছিল ইতিবাচক।

২০০৪ সালের পরে ২০০৮ সালের ৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত নয়টি পৌরসভা নির্বাচনেও সুজন ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে। পৌরসভাগুলো হচ্ছে– মানিকগঞ্জ, শরীয়তপুর, শ্রীপুর (গাজীপুর), ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ), দুপচাঁচিয়া (বগুড়া), নওহাটা (রাজশাহী), গোলাপগঞ্জ (সিলেট), সীতাকুন্ড (চট্টগ্রাম) ও চুয়াডাঙ্গা। মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে এই নয়টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে সুজন-এর উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল 'প্রথম আলো', 'ডেইলি স্টার' ও 'চ্যানেল আই'। ২০১১ সালের ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ২৫৭টি পৌরসভার মধ্যে ৭৭টি পৌরসভায় সুজন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ২৫৯টি পৌরসভার মধ্যে ৫০টিতে সুজন-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়; এর মধ্যে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৩৭টিতে। **২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচন দলভিত্তিকভাবে ও দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত হয়।**

২.৪ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন: আমাদের দেশে এ পর্যন্ত চারটি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সুজন আত্মপ্রকাশের অনেক আগে আশির দশকে। তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে আমরা কার্যক্রম শুরু করি।

চিত্র: উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন

চিত্র: উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আয়োজিত জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান

২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। এই নির্বাচনেও অন্যান্য নির্বাচনের মত সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার লক্ষ্যে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করি। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানে পোস্টার প্রকাশ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র প্রণয়ন ও তা ভোটারদের মাঝে বিতরণ এবং প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে ভোটারদের মুখোমুখি করা। ৬৭টি উপজেলায় এবং 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৫৮টি উপজেলায়।

একইভাবে ২০১৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৪৭১টি উপজেলার মধ্যে ১২৩টিতে ভোটারদের মাঝে প্রার্থীদের তথ্য বিতরণ ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

২.৫ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন: ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনই ছিল নির্বাচনকেন্দ্রিক সুজন-এর প্রথম কার্যক্রম। তখন ৬৫টি ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১১ সালের অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সুজন কর্তৃক ২৩৫টি ইউনিয়নে এবং ২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৮৭টি ইউনিয়নে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

চিত্র: ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে 'সিটিজেন্স ফর ফেয়ার ইলেকশন্স'-সিএফই-এর নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণের কাজ শুরু হলেও, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের কোনো বিধান অদ্যাবধি আইনে সন্নিবেশিত হয়নি।তাই ২০১১ ও ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের কাজটি চলমান রাখা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সুজন আইনি লড়াই পরিচালনা করছে। ২০১৬ সালে নির্বাচন শুরুর পূর্বে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো থেকে শুরু করে নির্বাচনের প্রতিটি ধাপের পর, এমনকি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেও নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরার জন্য বেশ কিছু সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। **উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনদলভিত্তিকভাবে ও দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত হয়।**

২.৬ জেলা পরিষদ নির্বাচন: ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬, দেশে প্রথমবারের মত জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬৪টি জেলার মধ্যে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত মোট ৬১টি জেলায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পরোক্ষভাবে মৌলিক গণতন্ত্রের আদলে। এই নির্বাচনে ভোটার ছিলেন সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। নির্বাচনকে সামনে রেখে সুজন তিনটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। একটি জেলা পরিষদ আইন নিয়ে, একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপনের জন্য এবং অপরটি জেলা পরিষদ নির্বাচনের পর নির্বাচনচিত্র উপস্থাপন ও নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরার জন্য।

১৯৯৬-এ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক সরকার গঠনের পর ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন পাস করা হলেও পরবর্তীতে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় সরকার গঠন করে এবং ২০০০ সালে প্রণীত আইনের আওতায় ২০১১ সালে জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ২০০০ সালে প্রণীত জেলা পরিষদ আইনে ২০১৬ সালে সামান্য কিছু সংশোধনী আনা হয়। উক্ত সংশোধিত আইনানুযায়ীই ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: 'প্রসঙ্গ জেলা পরিষদ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

চিত্র: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপনশীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

উল্লেখ্য, জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের বক্তব্যে প্রত্যাশা, পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন, অপরদিকে ভোটাররাও বিভিন্ন প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেয়ার সুযোগ পান। প্রার্থীগণের বক্তব্যের পূর্বে তুলনামূলক চিত্রে প্রকাশিত তাঁদের তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয় এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে জনস্বার্থকে বিবেচনায় রেখে 'সুজন' কর্তৃক প্রণীত অঙ্গীকারনামা পাঠ করে শোনানো হয় এবং একমত পোষণ সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামায় প্রার্থীদের স্বাক্ষর নেয়া হয়। অঙ্গীকারসমূহের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পরস্পরের হাত ধরে শপথ বাক্য উচ্চারণ ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। শুধুমাত্র প্রার্থীরাই নন অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণ ছিল ভোটারদের শপথ। অনুষ্ঠানে ভোটাররা এই মর্মে শপথ করেন যে, 'ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিতপ্রার্থীর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবো। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবো না। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মিথ্যাচারী, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী, ঋণখেলাপি, বিলখেলাপি, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবো না।'

চিত্র: নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নির্বাচন পরবর্তী সমাবেশ, লালমনিরহাট

৩. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জনগণের মুখোমুখি করা: শুধুমাত্র নির্বাচনের পূর্বেই নয়, নির্বাচনের পরও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি-সহ প্রার্থীদের 'জনগণের মুখোমুখি' করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দিনাজপুর-১ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্যসহ সংসদ সদস্য প্রার্থীগণ; খুলনা সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত মেয়র-সহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ; নড়াইল, নওয়াপাড়া, রংপুর, লালমনিরহাট, উলিপুর ও গৌরিপুর পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র-সহ অন্যান্য প্রার্থীগণ, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলা বাঘবেড় ও ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার কুলকাঠি ইউনিয়নে নির্বাচিত চেয়ারম্যান-সহপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে নির্বাচন পরবর্তীকালে 'জনগণের মুখোমুখি' করা হয়। কোথাও কোথায় নিয়মিতভাবেই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ একদিকে যেমন নির্বাচনের পূর্বে প্রদত্ত

অঙ্গীকারের সাথে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মিল-অমিলের বিষয়টি তুলে ধরেন, অপরদিকে জনগণও নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতির বিষয়টি তুলে ধরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে প্রশ্ন করেন।

চিত্র: সংলাপ ও সংস্কার নাগরিক ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

৪. জনসচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি: প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই 'সুজন' বিভিন্ন জন-গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টির কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করে আসছে। এলক্ষ্যে নিয়মিতভাবে গোলটেবিল বৈঠক, মতবিনিময় সভা, নাগরিক সংলাপ, সংবাদ সম্মেলন ইত্যাদি আয়োজন করা হয়ে থাকে। অদ্যাবধি 'সুজন' কর্তৃক আয়োজিত এসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ ছিল: **রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কার:** সংস্কার ভাবনা: প্রেক্ষিত সুষ্ঠু নির্বাচন; সংস্কার প্রস্তাব:নাগরিক ভাবনা; প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা; কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দলের সংস্কার; সংস্কারের হালচাল; রাজনৈতিক দলের সংস্কার:আমরা কোথায়?; চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নাগরিক উদ্বেগ; চলমান রাজনৈতিক সংকটের উত্তরণ কোন পথে?; **সংবিধান, সংসদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার:** তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা;সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী ও এর তাৎপর্য; তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে নতুন বিতর্ক ও নাগরিক ভাবনা; সংবিধান সংশোধন:প্রাসঙ্গিক ভাবনা ও নাগরিক উদ্বেগ;সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও সংসদের মেয়াদ;সংসদের কার্যকারিতা ও সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি;সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তি: স্বরূপ ও ব্যাপকতা; সংবিধান সংশোধনে নাগরিক ভাবনা;সংবিধান সংশোধন, বিচারপতিদের অভিশংসন ও এর তাৎপর্য; **নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন:** নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব ও নাগরিক ভাবনা; ভোটার তালিকা প্রণয়ন: প্রস্তাবিত পদ্ধতির পর্যালোচনা;সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের লক্ষ্যে করণীয়;নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপ ও এর বাস্তবায়ন; আসন্ন নির্বাচন ও নাগরিক প্রত্যাশা; আসন্ন নির্বাচনে কেমন প্রার্থী চাই;স্থানীয় নির্বাচনে কেমন প্রার্থী চাই;সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচন: একটি পর্যালোচনা; সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে করণীয়;নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি, সুষ্ঠু নির্বাচন ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি;নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রপতির সুপারিশ; নতুন নির্বাচন কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ; নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও নাগরিক ভাবনা; নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা; নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা;নতুন নির্বাচন কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ; অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে করণীয়; **গণতন্ত্র ও সুশাসন:** গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়; দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ, বর্তমান বাস্তবতাও নাগরিক উদ্বেগ; গণতন্ত্র সুসংহতকরণ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন; দুদক আইনের সংশোধনী প্রস্তাব ও নাগরিক উদ্বেগ; আইনের শাসনের বর্তমান অবস্থা; আমাদের গণতন্ত্র কোন পথে?; গুম, খুন ও অপহরণ: নাগরিক উদ্বেগ ও করণীয়; বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পরিস্থিতি:কিছু ভাবনা; মানব পাচার বন্ধে করণীয়; **নির্বাচনী ইশতেহার:** রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও নাগরিক প্রত্যাশা; নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রস্তাবিত বাজেট; দিনবদলের সনদের অঙ্গীকার ও বাস্তবতা;দিনবদলের সনদ: প্রত্যাশা প্রাপ্তি ও করণীয়; দিনবদলের সনদ ও সরকারের সাড়ে তিন বছর; **রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী বিষয়সমূহ:** প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ ও নাগরিক ভাবনা; বাংলাদেশের শিক্ষানীতির বিবেচনা; জনপ্রশাসন

চিত্র: সংলাপ ও সংস্কার নাগরিক ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

সংস্কার; সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবার আলোকে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যনীতি; সম্প্রচার নীতিমালা, আইন ও সম্প্রচার কমিশন; বাংলাদেশের শিক্ষার বর্তমান হালচাল; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে করণীয়; ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়; বাংলাদেশের শিক্ষাধারার গতিপ্রকৃতি; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও করণীয়; স্থানীয় সরকার: উন্নয়ন, স্বশাসন ও স্থানীয় সরকার; স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে করণীয়; **স্থানীয় সরকার:** সংশ্লিষ্টদের মতামত ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা;কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে কমিটির সুপারিশ; স্থানীয় সরকারের বর্তমান হালচাল; স্থানীয় সরকার: আমরা কোথায়?; ঢাকা সিটি করপোরেশনের বিভক্তি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা; স্থানীয় সরকারের বর্তমান অবস্থা, কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করণীয়; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ: বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয়; স্থানীয় সরকার: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়; 'চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার সংস্কার প্রসঙ্গ'; ঢাকা সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন প্রসঙ্গ; নগর সরকারই সমাধান; **তথ্য অধিকার:** প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিক ভাবনা; সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার এবং **বিবিধ:** পুঁজিবাজারের অস্থিরতা নিয়ে নাগরিক উদ্বেগ; পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ।

শুধুমাত্র গোলটেবিল বৈঠক, মতবিনিময় সভা বা সংবাদ সম্মেলনই নয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ করা-সহ করণীয় নির্ধারণের জন্য 'সুজন' এর পক্ষ থেকে ঘরোয়াভাবে আড্ডারও আয়োজন করা হয়ে থাকে। জনমত গঠন-সহ কখনও কখনও কোনো ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ও দাবি উত্থাপনের জন্য সুজন-এর পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রদান, মানববন্ধন, পদযাত্রা, শান্তি মিছিল, শান্তি পদযাত্রা, অবস্থান গ্রহণ, স্মারকলিপি পেশ, স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ও গণচিঠিইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, যে ধারাটি চলমান রয়েছে।

চিত্র: জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আহ্বানে মানববন্ধন, ২০১৬

চিত্র: আন্তর্জাতিক অহিংস দিবসে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা, ২০১৬

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব জনাব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল জলিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ চলাকালে সফল সংলাপের দাবিতে প্রতিদিন জাতীয় সংসদ ভবনের প্রবেশ পথে সুজন নেতৃবৃন্দ মানববন্ধন রচনা করে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। একই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় (আগে-পরে) সংঘটিত রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সহিংসতা চলাকালে প্রতিদিন সুজন-এর উদ্যোগে সমমনা কিছু সংগঠন-সহ শান্তি মিছিলের আয়োজন করে। ২০১৫ সালের সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির সময়ও সুজন শান্তি ও সম্প্রীতির দাবিতে একযোগে সারাদেশে মানববন্ধন-সহ শান্তি পদযাত্রার আয়োজন করে। জঙ্গি হামলা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার প্রতিবাদেও সুজন একযোগে সারাদেশে মানববন্ধনের আয়োজন করে।

৫. অ্যাডভোকেসি: বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে অ্যাডভোকেসির বিষয়টি 'সুজন' গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সুজন কর্তৃক পরিচালিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

৫.১ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে অ্যাডভোকেসি: সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশের শাসনভার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকার কথা। অদ্যাবধি সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। আমরা যদি আমাদের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই, তবে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও সম্পদে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের বিকল্প নেই। সে কারণেই 'সুজন' বিষয়টি নিয়ে নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি করার পাশাপাশি এব্যাপারে জনমত সৃষ্টির জন্য গোলটেবিল বৈঠক ও মতবিনিময় সভা-সহ বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। একইসঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে স্ব-শাসিত ও শক্তিশালী করার জন্য সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার হওয়ার উৎসাহিত করার কাজটি করে যাচ্ছে।

২০০৯ এর ২২ জানুয়ারি যে আইন (অধ্যাদেশ) অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, পূর্ণাঙ্গ আইনে তা পাল্টে ফেলা হয়। উপজেলা পরিষদ আইন প্রণয়নকালে উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা খর্ব করা-সহ একে সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্বাধীন করা হলে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানগণ তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য একাধিক সংগঠন গড়ে তোলে। উক্ত সংগঠনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা-সহ 'সুজন' বিভিন্নভাবে তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করেছে। পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে ওঠা 'স্বশাসিত ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাডভোকেসি গ্রপ-বাংলাদেশ'-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকেও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে। অতীতে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কয়েকটি সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম 'বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ঐক্যজোট'কেও সুজন সহযোগিতা করেছিল।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ আইন-সহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কিছু বিভাগকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। এ ক্ষেত্রেও সুজন অ্যাডভোকেসি অব্যাহত রেখেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনকে সময়োপযোগী করে প্রণয়নের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথেও অ্যাডভোকেসি করে সুজন। এই অ্যাডভোকেসির ফলে ২০০৭ সালে তৎকালীন সরকার সাবেক সচিব জনাব এম এম শওকত আলীকে সভাপতি, সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন, অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী, অ্যাডভোকেট আজমত উল্ল্যাহ খান ও জনাব এনায়েত আলী মন্টুকে সদস্য এবং

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মিজানুর রহমানকে সদস্য সচিব করে **'স্থানীয় সরকার শক্তিশালী ও গতিশীলকরণ কমিটি'** নামে একটি কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে এই কমিটির সুপারিশের আলোকে ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করে সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ এই অধ্যাদেশকে অনুমোদন দেয়নি।

৫.২ নির্বাচন কমিশনের সাথে মতবিনিময়: নির্বাচনী আইনের সংস্কার, নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধির যথাযথ প্রয়োগ, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাই, তথ্য গোপন বা মিথ্যা তথ্য প্রদানকারীদের মনোনয়নপত্র বাতিল, স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি ও রাজনৈতিক দলসমূহের হিসাব প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে 'সুজন' অনেকবার বৈঠকে মিলিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় সুজন নেতৃবৃন্দ গত ৯ মে ২০১৭, জনাব এ কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও বৈঠকে মিলিত হয় এবং কমিশনের করণীয় সম্পর্কে লিখিত প্রস্তাব পেশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ড. এ টি এম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশনের কাছে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ'-এর একটি খসড়া পেশ করেছিল 'সুজন'।

৬. তরুণ সমাজের সচেতন ও সংগঠিত করা: আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস ও জাতিগত প্রতিটি অর্জনের ক্ষেত্রে এদেশের যুবসমাজ তথা ছাত্রদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। কিন্তু সেই অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না বর্তমান ছাত্র সমাজ। নিজেদের সুশিক্ষিত করার পাশাপাশি দেশ ও জাতি গঠনে তারা রাখতে পারছে না তেমন কোনো গঠনমূলক ভূমিকা। আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, অনাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ ইত্যাদি নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ আমাদের অগ্রগতিকে যেমন বাধাগ্রস্ত করছে, তেমনি বিনষ্ট করছে গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাবনাকেও। এমনি একটি দুর্বিষহ অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্ত করার প্রত্যয়ে তথা গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সুজন' দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কেননা আমাদের বিশ্বাস, 'সুজন'-এর এই আন্দোলনের সঙ্গে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করতে পারলে, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাই নির্বাচনী অলিম্পিয়াড, নির্বাচনী সংস্কার বিতর্ক এবং গণতন্ত্র অলিম্পিয়াড-সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুজন তরুণ সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করছে।

এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২০০৬ ও ২০০৭ সালে রাজশাহী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, হবিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, খাগড়াছড়ি, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, সৈয়দপুর (নীলফামারী), বীরগঞ্জ ও চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) ও অভয়নগর (যশোর), মিরপুর ও গেন্ডারিয়া (ঢাকা), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে **নির্বাচনী অলিম্পিয়াড** এবং কক্সবাজার, নীলফামারী, চারঘাট (রাজশাহী), জয়পুরহাট, মেহেরপুর, খুলনা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, যশোর সদর, মনিরামপুর ও অভয়নগর (যশোর), গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, গুরুদাসপুর (নাটোর), চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, চিরিরবন্দর (দিনাজপুর), দুপচাঁচিয়া (বগুড়া), রৌমারী (কুড়িগ্রাম), পিরোজপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নরসিংদী ও গাজীপুরে **নির্বাচনী সংস্কার বিতর্ক** অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ **নির্বাচনী সংস্কার বিতর্ক** এবংজেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপদের নিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ **নির্বাচনী অলিম্পিয়াড** অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সাল থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলে গণতন্ত্র অলিম্পিয়াড আয়োজনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে 'সুজন'। এখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ), রংপুর (দুইবার), গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল সদর ও ঘাটাইল (টাঙ্গাইল), খুলনা, মংলা (বাগেরহাট), লালমনিরহাট, প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (ঢাকা), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (দুইবার) ও মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে (টাঙ্গাইল), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয় জাদুঘর), পটুয়াখালী, শ্যামনগর (সাতক্ষীরা), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা (২ বার), সিলেট, কক্সবাজার, সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ), কালিগঞ্জ (সাতক্ষীরা), গুরুদাসপুর (নাটোর), রাজশাহীতে (শহর)গণতন্ত্র অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। ২০১৫ সালে রংপুরে এবং ২০১৬ সালে উলিপুরে (কুড়িগ্রাম) অনুষ্ঠিত হয় **মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড**। ২০১৬ সালে **তথ্য অলিম্পিয়াড** অনুষ্ঠিত হয় সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জে। অনুষ্ঠানটিতে প্রধান তথ্য কমিশনার প্রধানজনাব ড. গোলাম রহমান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনী অলিম্পিয়াডে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে এই উদ্যোগের সাথে 'চ্যানেল আই', 'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার' সম্পৃক্ত ছিল।

ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথমবারের মত নতুন ভোটারদের সাথে মতবিনিময় কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। ঢাকা উত্তর সিটির পিপলস ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, প্রাইম ইউনিভার্সিটি ও তিতুমীর কলেজ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটির ডেফোডিলস ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজন ছিল মেয়র প্রার্থীদের কাছে গণচিঠি লেখা। সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশিছাত্র-ছাত্রীদের সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অতীতে **'সুজনবন্ধু'** নামে সুজন-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা জেলায় 'সুজন বন্ধু'র কাঠামো গড়েও উঠেছিল। এক সময় এই উদ্যোগে কিছুটা ভাটা পড়লেও, পুনরায় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবা হচ্ছে।

৭. রাজনৈতিক সংকট নিরসনে জাতীয় সনদের রূপরেখা প্রকাশ ও নাগরিক সংলাপ: সাধারণত প্রতি পাঁচ বছর পরপর যখনই নির্বাচন আসে তখনই জাতিগতভাবে আমরা রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হই। এই সংকট একদিকে যেমন সমাজে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে, পাশাপাশি তা আমাদের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। সুজন মনে করে, এই রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সমঝোতা।

তাই বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে একটি 'সমঝোতা স্মারক' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে সুজন। এলক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সুজন-এর চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনে জাতীয় সনদের একটি রূপরেখা প্রকাশ করা

জাতীয় সনদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সুজন জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৪২টি নাগরিক সংলাপ আয়োজন করে এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪-এ অনুষ্ঠিত সংগঠনের পঞ্চম সম্মেলনে জাতীয় সনদের রূপরেখার খসড়া চূড়ান্ত করে। কিন্তু বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিষয়টি আর এগোয়নি। তবে সুজন এখনও মনে করে যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান হতে পারে।

উল্লেখ্য, জাতীয় সনদে নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে এবং নির্বাচন পরবর্তীকালে সরকার, সরকারি দল ও প্রধান বিরোধী দল-সহ রাজনৈতিক দলসমূহের কার কী ভূমিকা হবে, তা উল্লেখ থাকবে।

৮. মিডিয়া ক্যাম্পেইন: বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ভাবনা ও এ সকল বিষয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামত তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে 'সুজন'-এর সহায়তায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'জনতার কথা' ও 'ভাববার বিষয়' ও শিরোনামে দুটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। সমকালীন রাজনৈতিক ভাবনা, রাজনৈতিক সংস্কার ইস্যু, সুশাসন ও উন্নয়ন, স্থানীয় সমস্যা ও সমাধান, নির্বাচন, নির্বাচনী আইন ও বিধি-বিধান-সহ সমকালীন বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে 'জনতার কথা' অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।এই অনুষ্ঠানের মোট ২০টি এপিসোর্ড সম্প্রচারিত হয়। এছাড়াও 'সুজন'-এর সহায়তায় 'ভাববার বিষয়' শিরোনামে একটি ধারাবাহিক 'টক শো' সম্প্রচার করা হয়। ২০০৭ এ মোট ৩০টি বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠিত 'টক শো'গুলোতে বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বগণ অংশ নেন। দুটি অনুষ্ঠানই সঞ্চালনা করেন 'সুজন' সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। এছাড়াও 'সুজন', 'গণস্বাক্ষরতা অভিযান' ও 'চ্যানেল আই'-এর যৌথ উদ্যোগে দেশের বর্তমান শিক্ষার অবস্থা দেশবাসী ও নীতি-নির্ধারকদের নিকট তুলে ধরার জন্য 'শিক্ষার চালচিত্র' শিরোনামে আরেকটি অনুষ্ঠানের মোট ৩৭টি পর্ব সম্প্রচার করা হয়। সুজন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, প্রয়াত অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি নির্বাচন, নির্বাচনী আইন ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদকর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা ও কর্মশালার আয়োজন করেছে 'সুজন'।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও সুজন-এর সভাপতি জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান, সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, নির্বাহী সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ, ড. শাহদীন মালিক ও সৈয়দ আবুল মকসুদ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জনাব আব্দুল হক, জাতীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, জনাব রোবায়েত ফেরদৌস, জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, সঞ্জিব দ্রং এবং কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার বিভিন্ন টেলিভিশন 'টক শো' এবং পত্র পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের সপক্ষে সাংগঠনিক বক্তব্য তুলে ধরেন। চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক সিকান্দার খান,সিলেট জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য জনাব ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, বরিশাল জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য জনাব আক্কাস হোসেন, রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য জনাব সফিউদ্দিন আহমেদ, রংপুর জেলা কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ খন্দকার ফকরুল আনাম বেঞ্জু, চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট আখতার কবীর চৌধুরী ও খুলনা জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট কুদরত-ই-খুদা-সহ রাজশাহী অঞ্চলের সমন্বয়কারী শশাঙ্ক বরণ রায়, এলাকা সমন্বয়কারী সুব্রত কুমার পালও বিভিন্ন 'টক শো'-তে অংশ নিয়ে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন।

৯. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যক্রম পরিচালনা: বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলো মাঝে মাঝেই সহিংসতার শিকার হয়। বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন, বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনকালে এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী ভয়াবহতম সহিংসতার কারণে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখেও দেশের কোনো কোনো এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়েই দশম জাতীয় সংসদনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সুজন সংখ্যালঘু নিরাপত্তা ইস্যুতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে অনেকগুলো কর্মসূচি হতে নেয়।

সংখ্যালঘু নিরাপত্তা ইস্যুতে মূলত দু ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে সুজন। যার একটি ছিল 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয়' শীর্ষক 'নাগরিক সংলাপ'। অপরটি ছিলো 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সম্প্রীতি রক্ষায় করণীয়' শীর্ষক 'নাগরিক সমাবেশ'। নাগরিক সংলাপে আমরা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি,

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছি। আর নাগরিক সমাবেশেরমাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা সৃষ্টি ও সাহস যোগানোর চেষ্টা করেছি। ২০১৩ সালে নির্বাচনের পূর্বে বরিশালের গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া, খুলনার বটিয়াঘাটা, বাগেরহাটের রামপাল ও মোংলায়

//////////

চিত্র: বরিশালের গৌরনদীতে 'নাগরিক সংলাপ'

চিত্র: গাইবান্ধার খোলাহাটিতে 'নাগরিক সমাবেশ'

নাগরিক সংলাপ ও নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজারের রামু ও উখিয়া, গাজীপুরের কালীগঞ্জ এবং লালমনিরহাটের পাটগ্রাম ও মহেন্দ্রনগরে (সদর) একই ধরনের কর্মসূচি পরিচালনার পরিকল্পনা থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার (অবরোধ-হরতাল) কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার কারণে নির্বাচনের পরেও এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। ২০১৪ সালে নির্বাচন পর গাইবান্ধা সদর, রংপুরের কাউনিয়া ও রংপুর সদর, দিনাজপুরের চিরিরবন্দর ও খানসামা এবং নেত্রকোণার দুর্গাপুরে একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১০. ভোটক্রয়-বিক্রয় প্রতিরোধে গবেষণা: পৃথিবীর যে সকল দেশে ভোট ক্রয়ের মত নেতিবাচক অনুষঙ্গটি বিদ্যমান বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ভোট ক্রয়ের এই প্রবণতাটি ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। বাংলাদেশে ভোট ক্রয়ের বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুল অব গভর্মেন্টের পাবলিক পলিসির Professor Rohini Pande এবং উইলিয়ামস কলেজের অর্থনীতি বিভাগের Professor Jessica Leight। অধ্যাপকদ্বয় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS)-এর নেতৃত্বে গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগী হিসাবে যুক্ত ছিল Innovations for Poverty Action (IPA) ও নাগরিক সংগঠন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'।

এই কার্যক্রমের আওতায় ২০১৫ সালের প্রথমদিকে একটি জরিপ সম্পন্ন করেছিল আইপিএ। উক্ত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়ে একই বছরের জুন মাসে মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ভোটারদের সচেতন করার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে সুজন। ভোটার সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার পর আইপিএ আর একটিজরিপকার্য পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে পরিলক্ষিত হয় যে, এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ভোটারদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তারা ভোট বিক্রি করতে চান না।

উল্লেখ্য, এমন একটি ধারণা নিয়ে প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল যে, এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ভোটারদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলে, পরবর্তীতে ভোটার ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া, বিশেষ করে ২০১৬ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; পরবর্তীতে যা সম্ভব হয়নি।

এই প্রকল্পের আওতাধীন মূল কার্যক্রমসমূহ ছিল মাদারীপুর জেলার ৪টি ইউনিয়নের (নিলখী, দত্তপাড়া, আমগ্রাম ও রাজৈর) ১৩টি গ্রামে ও টাঙ্গাইল জেলার ২টি ইউনিয়নের (নাগদা সিমলা ও উয়ার্সি) ৯টি গ্রামে উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ এবং রাজৈর ব্যতীত অন্য পাঁচটি ইউনিয়ন সদরে নাগরিক সংলাপ। কার্যক্রমের সহায়ক

উপকরণ হিসেবে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি ফ্লায়ারও বিতরণ করা হয়।

১১. নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নে সহযোগিতা: সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অন্যতম পূর্ব শর্ত হলো নির্ভুল ভোটার তালিকা। বিচারপতি এমএ আজিজ-এর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে তাতে এক কোটিরও অধিক ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত ছিলো বলে অভিযোগ ওঠে। সুজন ২০০০ সালে ভোটার তালিকার ডাটাবেজ সুজন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে, যাতে ভোটারগণ সহজেই নতুন ভোটার তালিকার ভুল-ত্রুটি ও ভুয়া ভোটার সহজেই শনাক্ত করতে পারে। এছাড়াও 'ব্রতী' নামক একটি সামাজিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে দুটি উপজেলায় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেসুজন। জরিপে প্রচুর ভুয়া ভোটারের চিত্র উঠে আসে। পরবর্তীতে এ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হলে সুজন-এর ভোটার ডাটাবেজ আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ছবিযুক্ত ভোটার তালিকার একটি ড্যামি তৈরি করে দেখানো হয় যে, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা সহজেই প্রণয়ন করা সম্ভব। আমরা আনন্দিত যে, ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন সফলভাবে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্রতী'র সঙ্গে জরিপ কার্যক্রমে সুজন ছাড়াও 'উন্নয়ন সমন্বয়' ও 'পিপিআরসি' সম্পৃক্ত ছিল।

১২. আইনি লড়াই: বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি সুজন-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে আইনি লড়াইও পরিচালনা করা হয়। সুজনের উদ্যোগে পরিচালিত আইনি লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১২.১ ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন: জনস্বার্থে একটি মামলা দায়েরের পর হাইকোর্ট কর্তৃক ২০০৫ সালেনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে মনোনয়নের সাথে দাখিলের রায় প্রদান করা হলে বিভিন্ন নির্বাচনে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পরবর্তীতে একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক এই রায়কে ভণ্ডুল করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে জালিয়াতির মাধ্যমে আবু সাফা নামক জনৈক ব্যক্তিকে (যাকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয়নি) দিয়ে আপিল করানো হলেও 'সুজন'-এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আইনি পদক্ষেপে সুপ্রিম কোর্টে তা প্রতিহত করা সম্ভব হয়। তথ্যপ্রাপ্তির এই অধিকার পরবর্তীতে আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হলেও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা বাদ রাখা হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে অ্যাডভোকেসির পাশাপাশি সুজন আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এক পর্যায়ে শুনানি শেষে মামলাটি রায়ের অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি ঈমান আলী আপিল বিভাগে নিয়োগ পাওয়ায় বেঞ্চ ভেঙে যায়। পুনরায় মামলাটি শুনানির জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

১২.২ তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা: *রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮*-এর ধারা ৯ (খ)-এ বলা হয়েছে, প্রতি বছরের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে অব্যবহিত আগের বছরের সংশ্লিষ্ট দলের আর্থিক লেনদেন একটি রেজিস্টার্ড অ্যাকাউটান্সি ফার্ম দিয়ে অডিট করিয়ে সে রিপোর্টের কপি নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নিবন্ধিত কোনো দল পর পর তিন বছর কমিশনে তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হলে তবে সে দলের নিবন্ধন বাতিল করারও বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচন কমিশনে অডিটকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হলেও নির্বাচন কমিশন তা প্রকাশ করে না বা কোনো নাগরিককে দেখার সুযোগ দেয় না।

২০১৩ সালের জুন মাসে সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসেবের তথ্য জানতে চান। নির্বাচন কমিশন জানায়, নির্বাচন কমিশন প্রথমে এ তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। আপিল করলেও একই ফলাফল আসে। তথ্য কমিশনে অভিযোগ করলে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজনৈতিক দলের অনুমতি ছাড়া এ হিসাব দেয়া যাবে না। এরপর তথ্য কমিশনে বিষয়টি নিয়ে কয়েক দফা শুনানি হলেও ইতিবাচক কোনো ফল পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হাইকোর্ট রায় দেয় যে, রাজনৈতিক দলের বিষয়ে তথ্য চাইলে নাগরিকদের তথ্য দিতে নির্বাচন কমিশন বাধ্য থাকবেন। মাননীয় বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও মাননীয় বিচারপতি কাজী ইজারুল হক আকন্দ-এর একটি দ্বৈত বেঞ্চ একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তকারী এই রায় প্রদান করেন। আমরা মনে করি, এই আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা এক ধাপ এগিয়ে গেলাম।

১৩. জাতীয় সম্মেলন: সুজন প্রতিষ্ঠার পর সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তারের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। সাংগঠনিক ভিত কিছুটা মজবুত হলে নীতি-কাঠামোর

বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা তৈরি করা হয় এবং নীতিমালার ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নীতিমালায় সংগঠনের প্রতিটি কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় দুই বছর।

সুজন-এর প্রথম জাতীয় সম্মেলন ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬, দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন-৩১ সেপ্টেম্বর ২০০৮, তৃতীয় জাতীয় সম্মেলন ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১০, চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন-৫ জানুয়ারি ২০০৬, পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন-২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ এবং ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সুজন-এর সদস্যবৃন্দ ছাড়াও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। অন্যান্য অধিবেশনে শুধুমাত্র সুজন-এর সদস্যবৃন্দ অংশ নেন। সুজন নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন সময় শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্যসুজন-এর জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মুহাম্মদহাবিবুর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনা ও ড. এটিএম শামসুল হুদা, নির্বাচন কমিশনার ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম সাখাওয়াত হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ ও অধ্যাপক এম মুনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতা এনাম আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব খালেকুজ্জামান, নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মাহবুবুর রহমান ও আব্দুর রউফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আসিফ নজরুল ও জনাব রোবায়েত ফেরদৌস, সিপিবি নেতা জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সুভাষ সিংহ রায় প্রমুখ। উল্লেখ্য, চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। প্রতিটি সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে দুই বছর মেয়াদি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

১৪. পরিকল্পনা প্রণয়ন: সুজন-এর পক্ষ থেকে প্রতিবছর বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয় না। প্রতিটি স্তর নিজেদের আওতাভুক্ত এলাকার সমন্বয়ে স্ব স্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ইউনিয়ন কমিটি পরিকল্পনা করে উপজেলা কমিটিকে দেয়, সকল ইউনিয়ন ও নিজেদের পরিকল্পনার সমন্বয়ে উপজেলা কমিটি তাদের কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। অনুরূপভাবে উপজেলা কমিটি পরিকল্পনা করে জেলা কমিটিকে দেয়, সকল উপজেলা ও নিজেদের পরিকল্পনার সমন্বয়ে জেলা কমিটি তাদের কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। জেলাভিত্তিক এই কর্ম-পরিকল্পনা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভায় উত্থাপিত হয়। সারাদেশের কর্ম-পরিকল্পনার সমন্বয়ে জাতীয়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত হয়। উল্লেখ্য, কয়েকটি জেলাকে নিয়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. বিভাগীয় সমন্বয় কমিটি ও সমন্বয় সভা: আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আটটি বিভাগের আওতাভুক্ত জেলা কমিটিসমূহের কার্যক্রমে পারস্পরিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও নিয়মিত ফলো-আপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি (২০১৭ সাল) বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব মনোনীত করা হয়েছে যথাক্রমে প্রতিটি বিভাগীয় সদরের জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদককে। সদস্য মনোনীত হয়েছেন প্রতিটি জেলা ও মহানগর কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকগণ।

বিভাগীয় সমন্বয় কমিটি গঠনের পাশাপাশি গত ৮ জুলাই ২০১৭- ঢাকা; ১২ জুলাই ২০১৭- রাজশাহী; ১৪ জুলাই ২০১৭- ময়মনসিংহ; ২২ জুলাই ২০১৭- রংপুর, খুলনা ও সিলেট; ২৮ জুলাই ২০১৭- চট্টগ্রাম এবং ২৯ জুলাই ২০১৭ বরিশাল বিভাগের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬. তথ্যায়ন: আমরা বিভিন্নভাবে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ তথ্যায়ন করে থাকি। www.shujan.org ও www.votebd.org নামে 'সুজন' এর দুটি ওয়েবসাইট রয়েছে। সুজন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভিন্ন আইন-কানুন, বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসমূহের তথ্য, বিভিন্ন মামলার রায় ও বিভিন্ন নিবন্ধ ইত্যাদি সন্নিবেশিত রয়েছে। জাতীয় সংসদ, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থী প্রদত্ত হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে দাখিলকৃত তথ্যাদি, তথ্যের তুলনামূলক চিত্র www.votebd.org ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি ও গবেষক নির্বাচন, নির্বাচনী আইন ও রাজনীতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন বলে আমরা মনে করি। এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত আমলা, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের 'দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য'ও এ ওয়েবসাইটটিতে প্রদান করা হয়েছে।

১৭. প্রকাশনা: সুজন এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, চলমান কার্যক্রম ও চিন্তা-চেতনা জনগণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে 'সুজন সংবাদ' নামে একটি অনিয়মিত প্রকাশনা বের করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে লিফলেট, পোস্টার, প্রার্থী প্রদত্ত তথ্যের তুলনামূলক চিত্র ও ব্রুশিয়র প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনসমূহ যাতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ সহজে এবং একত্রে পেতে পারে সে লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত সকল আইন একত্র করে বাংলা অনুবাদসহ ২০০৮ সালে 'সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করা হয়। ২০১২ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য সম্বলিত এবং ২০১৩ সালে তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানদের তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় সুজন-এর পক্ষ থেকে। গ্রন্থ দুটি 'প্রথম আলো'র সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

১৮. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক কার্যক্রম: সুজন-এর উদ্যোগে সব সময় জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সে কারণে স্থানীয়

চিত্র: কুড়িগ্রামের উলিপুরে বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ঢেউটিন বিতরণ

সমস্যা নিয়েও সুজন আন্দোলন পরিচালনা করে। রংপুরের শ্যামাসুন্দরী খাল খনন, শরীয়তপুরের নদীর ভেতর খাল খননের প্রতিবাদে আন্দোলন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাদক বিরোধী আন্দোলন; নেত্রকোণার দুর্গাপুরের সাদামাটি সুরক্ষা ও রাস্তা সংস্কার আন্দোলন, চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ের হাসপাতালে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার আন্দোলন, বগুড়ার নদী রক্ষার আন্দোলন ইত্যাদি স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক আন্দোলনের অন্যতম উদাহরণ।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও সুজন জনগণের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করে। ২০১৬ সালের বন্যায় কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলা কমিটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ঐ সময় বন্যা এবং বন্যা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয় উলিপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নে (সাহেবের আলগা ও বজরা) মোট ৩৬৩টি পরিবারের মধ্যে চিড়া, চিনি, লবন, মোমবাতি, গ্যাস লাইট, কাপড়, খাবার স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট-সহ প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী ও ব্যাগ বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও হাতিয়া ইউনিয়নের দাগারকুটি গ্রামের সার্বজনীন দূর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে সাহেবের আলগা, বেগমগঞ্জ ও হাতিয়া ইউনিয়নের হতদরিদ্র, মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, প্রতিবন্ধী, স্বামী পরিত্যক্তা ওক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত ৬২টি পরিবারের মধ্যে ১২পিচ করে ৭৪৪ পিচ ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে। শীতকালে তারা কম্বল ও শীতবস্ত্রও বিতরণ করে। নওগাঁ জেলা কমিটি শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ,বন্যায় আক্রান্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে। পঞ্চগড় জেলা কমিটিও প্রতিবছর শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া সুজন বগুড়া জেলা ও গঙ্গাচড়া উপজেলা (রংপুর) কমিটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ২০০৭ সালের বন্যা পরবর্তীকালে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাঁতী উপজেলা কমিটি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বিশাল সেতু নির্মাণ করে এলাকার মানুষের প্রশংসা কুড়ায়।

চিত্র: স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেতু নির্মাণ, ঝিনাইগাঁতী উপজেলা, শেরপুর

চিত্র: বগুড়ায় স্মারকলিপি প্রদান

১৯. দাবি দিবস পালন: শুধুমাত্র জাতীয় ইস্যুতেই নয়, জনস্বার্থে বিভিন্ন ইস্যুতে সুজন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময় সুজন-এর আঞ্চলিক কমিটিগুলোর নেতৃত্বে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়। মাদকমুক্ত এলাকা গড়া, খাল সংস্কার, নদী রক্ষা, হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, যানজট নিরসন, জলাবদ্ধতা নিরসন, রাস্তা সংস্কার, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সাদামাটি রক্ষা, অবৈধভাবে ভূগর্ভস্থ পাথর উত্তোলন বন্ধ, বালি উত্তোলন বন্ধ, জনবসতিতে ইটভাটা নির্মাণ বন্ধ, হাওড় অঞ্চলের বাঁধ সুরক্ষা, সাধারণ মৎসজীবীদের বঞ্চিত করে প্রভাবশালীদের কাছে হাওর লিজ না দেয়া ইত্যাদি ইস্যুতে একেক এলাকায় একেক সময় এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক আন্দোলনের বিষয়টি সুজন-এর কর্মতালিকায় সন্নিবেশিত হয়।

সংগঠনের বিভিন্ন জেলা, মহানগর ও আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটি আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে গত ২২ অক্টোবর ২০১৭, একযোগে সারাদেশের সকল জেলায় দাবি দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দাবি দিবসকে সামনে রেখে প্রতিটি জেলা ও মহানগর কমিটি সভা করে নিজ নিজ জেলার স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করেছে এবং উক্ত তারিখে সমস্যা সমাধানের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি কোথাও মানববন্ধন শেষে, কোথাও মিছিলসহ সরকারের নির্বাহী বিভাগের স্থানীয় প্রতিনিধি প্রশাসকের নিকট পেশ করেছে। কোনো কোনো জেলার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে এই স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। স্মারকলিপির অনুলিপি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহেও প্রেরণ করা হয়েছে। দাবি দিবসের দাবিনামায় পূর্বে উল্লেখিত দাবিসমূহ ছাড়াও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, রেল সংযোগ স্থাপন, বিমানবন্দর চালু ইত্যাদি ধরনের দাবিও যুক্ত হয়েছে।

২০. অন্যান্য: সুজন-এর উদ্যোগে আরও কিছু কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। দিবস উদ্‌যাপন তার মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস দিবসের তাৎপর্যের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও বিজয় দিবস ইত্যাদি।

সুজন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ ২০১২ সালের ২২ মে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। কখনও স্মারক বক্তৃতা বা কখনও স্মরণসভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রয়াত অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদকে স্মরণ করা হয়। প্রথম তিনটি স্মারক বক্তৃতা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। স্মারক বক্তৃতাগুলো বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, সুজন, টিআইবি ও জাতিসংঘ সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। ২০১৭ সালে পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত স্মরণসভায় সুজন নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিশিষ্ট রাজনীতিক ড. কামাল হোসেন, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান এবং বিশিষ্ট গবেষক ড. মির্জা হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২১. সাংগঠনিক বিস্তৃতি: সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীই যে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ কথাটি 'সুজন' মনেপ্রাণে বিশাস করে। তাই সারাদেশে নাগরিকদের সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজটি গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যেই ৬৪টি জেলা, আটটি মহানগর চার শতাধিক উপজেলা, ছয় শতাধিক ইউনিয়নে 'সুজন'-এর সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন মহানগরের আওতাভুক্ত থানা এবং মহানগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডেও 'সুজন'-এর কমিটি গঠনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

স্বীকৃতি লাভ: প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকে সুজন তার নিরলস কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের একটি মর্যাদাপূর্ণ সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে সুজন-এর মতামত একদিকে যেমন গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রকাশ বা প্রচার হয়, অপরদিকে জনমনেও তার প্রভাব পড়ে। শুধুমাত্র দেশিও গণমাধ্যমেই নয়, ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও সুজন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বখ্যাত **টাইম ম্যাগাজিনেও 'সুজন' ও 'সুজন'-এর কার্যক্রম নিয়ে ফিচার প্রকাশ** করা হয়েছে। ২০০৮ সালে **সুজন পরিচালিত** www.votebd.org **ওয়েবসাইটমহুন অ্যাওয়ার্ড লাভ** করে।

শুধুমাত্র গণমাধ্যমেই নয়, ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ এবং ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রার্থীদের তথ্য সরবরাহ, পোস্টারিং, লিফলেটিং ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সুজনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের কাজের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুজন-এর সহায়তা গ্রহণকে একধরনের স্বীকৃতিই বলা যেতে পারে।

২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি মামলায় (রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে)উচ্চ আদালত কর্তৃক সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারকে অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটি যে বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামত গ্রহণ করে, তার মধ্যে অন্যমত ছিলেন ড. বদিউল আলম মজুমদার, সংগঠনটির নির্বাহী সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ ও সাবেক নির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল প্রমুখ। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রোডম্যাপ ঘোষণার পর ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে যে সংলাপ করে, সেখানে সুজন সভাপতি এম হাফিজ উদ্দিন খান, সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, নির্বাহী সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ, ড. শাহদীন মালিক ও জনাব আলী ইমাম মজুমদার এবং সাবেক নির্বাহী সদস্য জনাব রাশেদা কে চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ব্যক্তিগত অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেও সুজন-এর কোনো কোনো নেতা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০৮ সালে সুজন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং ২০১৬ সালে সুজন-এর সহ-সভাপতি বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ভাষা আন্দোলনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'একুশে পদকে' ভূষিত হন। রাষ্ট্র কর্তৃক তাঁদের এই স্বীকৃতিতে আমরা গর্বিত।

অর্থায়ন: 'সুজন' দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তাপুষ্ট কোনো এনজিও নয়। সদস্য ফি ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্বেচ্ছায় দেয়া অনুদানের ভিত্তিতেই সংগঠনটি পরিচালিত হয়। প্রধানত স্থানীয় অর্থায়নের মাধ্যমে সারাদেশে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে আঞ্চলিক পর্যায়ে বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কেন্দ্র থেকেও আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রার্থীদের তথ্য সরবরাহ, পোস্টারিং, লিফলেটিং ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সুজনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।

সুজন-এর অর্জন: দেশে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জন্মলগ্ন থেকেই সুজন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রায় ১৫ বছরের পথচলায় 'সুজন' কী অর্জন করলো, সেই হিসেব মেলাতে গেলে দেখা যাবে এক্ষেত্রে অপ্রাপ্তি যেমন রয়েছে, তেমনি প্রাপ্তিও রয়েছে অনেক। লক্ষ্য অর্জনে আরও অনেক পথ পারি দিতে হবে সুজনকে। তবে অনেক অর্জনের ক্ষেত্রে সুজন-এর পাশাপাশি সমমনা সংগঠন এমনকি রাজনৈতিক শক্তিরও প্রচেষ্টা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে সুজন হয়তো প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, পরবর্তীতে আরও অনেকে একই ধরনের আওয়াজ তুলে সেই উদ্যোগকে জোরালো করেছে। তাই এই ধরনের অর্জনগুলোকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলাফলও বলা যেতে পারে। সুজন-এর একক অর্জনও আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। নিম্নে অর্জনগুলো তুলে ধরা হলো:

অর্জনসমূহ:

- ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন।
- ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা।
- নির্বাচন কমিশনের পৃথক সচিবালয়।
- 'না ভোট'-এর বিধান প্রবর্তন (সংসদ কর্তৃক আরপিও অনুমোদনের সময় তা বাদ দেয়া হয়েছে)।
- ইউনিয়ন পরিষদ আইনে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের বিষয়টি সন্নিবেশন।
- আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব যে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হওয়া।

সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা: প্রায় ১৫ বছর সময় ধরে দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুজন কাজ করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত অনেক সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। **প্রথমত:** সুজন দাতানির্ভর সংগঠন নয়, সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আর্থিক অনুদানের ওপর নির্ভর করেই সংগঠনটি পরিচালিত হয়। কিন্তু অধ্যাবধি সংগঠন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়াটিকে শক্তিশালী করা যায়নি। ফলে আর্থিক সীমাবদ্ধতা সুজন-এর একটি বড় সমস্যা। **দ্বিতীয়ত:** সুশাসন প্রতিষ্ঠার চলমান এই আন্দোলনকে সারাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়াআজও সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি তরুণদের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেতনা ও সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করা। **তৃতীয়ত:** অতীতের তুলনায় নাগরিকরা অনেক সচেতন হলেওএখন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে অধিকারবোধ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জাগ্রত হয়নি। ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বেচ্ছাব্রতী মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আগ্রহও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। **চতুর্থত:** সুজন-এর কর্মসূচির মধ্যে থাকলেও এখন পর্যন্ত আমরা জনপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে পারিনি। **পঞ্চমত:** রাজনীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠান মূল চালিকাশক্তি মনে করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন তথা জনকল্যাণমুখী-আদর্শবাদী রাজনীতিকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চাকে রাজনীতির মূলধারায় পরিণত করার পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও অদ্যাবধি তা সম্ভব হয়নি।

আগামী দিনে করণীয়: অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। চাই গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে। এই মুহূর্তে যে করণীয়সমূহের দিকে সাংগঠনিকভাবে আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিৎ, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- সারাদেশে ব্যাপকসংখ্যক মানুষকে সুজন-এর পতাকাতলে সমবেত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- সারাদেশের সকল মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিষ্ক্রিয় কমিটিসমূহ-সহ সকল মহানগর, উপজেলা/থানা ও ইউনিয়নে সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সারাদেশে সংগঠনকে বিস্তৃত করা।
- নারী, তরুণ সমাজ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের অধিক হারে সুজনের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় আনার ব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নির্বাচন কমিশন নিয়োগে আইন প্রণয়ন; আইনের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে সৎ, দক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগ দান এবং সকল ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে সোচ্চার হওয়া।
- সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা তথা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে অ্যাডভোকেসি করা।
- ভবিষ্যতে সংসদকে কার্যকর করার জন্য সরকার ও বিরোধী দল কর্তৃক যথাযথ ভূমিকা পালনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি করা।
- বিভিন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের তথ্য এবং রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে অ্যাডভোকেসি করা।
- রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বন্ধে সোচ্চার হওয়া।
- গুম, খুন ও ক্রসফায়ার-সহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া।
- আর্থিক সংকট নিরসনে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উপসংহার: আজ থেকে দেড় দশক পূর্বে দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবে সুজন-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। অনেক বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সুজন-এর সাংগঠনিক কাঠামোকে সারাদেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে; সুজন-এর পতাকা তলে সমবেত করতে হবে অসংখ্য নাগরিককে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নাগরিকদের অধিকার আদায় অতন্দ্র প্রহরী (ওয়াচ ডগ) প্রহরী ও প্রেসার গ্রুপের ভূমিকা পালন করতে হবে। নিশ্চয়ই আমরা সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সকল বাধা অতিক্রম করে একদিন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমাদের স্বপ্নের মত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।